গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ঃ ৩(১)শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/৯৬/২১৮ — তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ ইং

বিষয়ঃ এফসিএল কন্টেইনারে আমদানীকৃত ৯ (নয়) প্রকার পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর হতে নির্দিষ্টকৃত বেসরকারী ইনল্যান্ড কন্টেইনার পোর্টে স্থানান্তর, সেখান থেকে আনস্টাফিং ও ডেলিভারীর অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং ১৭(২) শুল্কঃ নীঃ ও বাঃ/২০০৫/২৯২(১) তারিখ ০৪-০৬-২০০৬ খ্রিঃ
(২) কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের পত্র নং এস৮-২০৮/বন্ড সাঃ/বিবিধ/২০০৬/৬২ তারিখঃ ১৬-০৫-২০০৬খ্রিঃ

উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বন্দরে সৃষ্ট কন্টেইনারে জট নিরসনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উপানুষ্ঠানিক পত্র নং ডিটি/শিপ/মে কাউন্সিল/৬০৭, তারিখ-০৪/০৬/২০০৬খ্রিঃ এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে (১) নং সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিখাতে স্থাপিত আইসিডি/সিএফএস-এ আমদানীয় পণ্য খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

০২। ইতোমধ্যে (২) নং সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে কন্টেইনার চলাচল ও পণ্য খালাসের বিষয়ে কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম হতে প্রেরিত একটি স্থায়ী আদেশের খসড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যালোচনা করে দেখেছে; এতে দেখা যায় ৯(নয়) টি বাল্ক জাতীয় পণ্য (গম, চাল, সরিষা, ওয়েষ্ট পেপার, ছোলা, ডাল, কাঁচা তুলা, স্ক্রাপ ও পশুখাদ্য) বন্দর এলাকাতে কাস্টমস এসেসমেন্ট/ শুল্কায়ন ও বন্দর সংশ্লিষ্ট আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এফসিএল কন্টেইনারজাত পণ্য বেসরকারী আইসিডি-তে স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে বোর্ডের পর্যবেক্ষন হলো বন্দর এলাকাতে যদি শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয় সেক্ষেত্রে আমদানীয় পণ্য বেসরকারী আইসিডি-তে নিয়ে খালাস দেয়ার যে প্রেক্ষাপট তার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছেনা। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কন্টেইনার জট নিরসনের জন্য গৃহীত উদ্যোগ তেমন সুফল বয়ে আনবে না। বেসরকারী আইসিডি-এখানে কেবলমাত্র কন্টেইনার আনস্টাফিং-এর জন্য ব্যবহৃত হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পণ্যের শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর ও শুল্ক-করাদি পরিশোধিত হওয়ার পর সাধারণভাবে বন্দরে কন্টেইনার পড়ে থাকার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। অর্থাৎ উক্ত স্থায়ী আদেশ বাস্তবায়ন হলে শুধু মাত্র বন্দরের অভ্যন্তরে আনস্টাফিং সংশ্লিষ্ট কাজে যে জায়গা নষ্ট হচ্ছে তার কিছুটা সাশ্রয় হতে পারে। এছাড়া শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বন্দরে কন্টেইনারের গড় অবস্থানকাল বন্দরের বর্তমান ধারণ ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ন নয়। প্রতিবছর কন্টেইনারের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কন্টেইনার জট নিরসনে খুব কার্যকর হবে বলে বোর্ড মনে করেনা।

০৪। বর্ণিত পরিস্থিতিতে যে সকল বেসরকারী আইসিডি-কে আমদানী পণ্যবাহী এফসিএল কন্টেইনার ডেলিভারি নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি থাকার শর্তে ও আগ্রহী হওয়া সাপেক্ষে হুক পয়েন্ট থেকেই পণ্যবাহী কন্টেইনার স্থানান্তরের অনুমতি দেয়ার জন্য কাস্টম হাউজকে পরামর্শ দেয়া হলো। এক্ষেত্রে পণ্যবাহী কন্টেইনার চলাচলের জন্য বন্দর হতে ইপিজেডসমূহে কন্টেইনার চলাচলের প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োজনমত পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে তা অনুসৃত হতে পারে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ আরোপযোগ্য হবে, যথাঃ

(ক) বেসরকারী আইসিডিতে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা ও আনুষাংগিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক শুল্ক কর্মকর্তার অফিস, যানবাহন ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধা বেসরকারী ডিপো কর্তৃক প্রদান করতে হবে;

(খ) পণ্যের কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি, ওয়ে-ব্রিজ, ক্রেইন, ফর্কলিফট, স্ট্র্যাডল ক্যারিয়ার ইত্যাদিসহ বাল্ক পণ্য এল.এম.ডি. করার ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(গ) শুল্কায়ন কার্যক্রম কাস্টম হাউজেই যথা নিয়মে সম্পন্ন হতে হবে। ভবিষ্যতে সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী ফাংশন সম্পন্ন শাখা/বুথ খোলা সাপেক্ষে ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধা নির্মান করা হলে সেখানেই শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে;

(ঘ) পণ্য চালানের এল.সি. এবং বি.এল.-এ পণ্যের গন্তব্যস্থানের (বেসরকারী আইসিডি) নাম উল্লেখ করতে হবে;

(ঙ) পিএসআই আওতা বহির্ভূত পণ্য চালান সমূহ ১০০% কায়িক পরীক্ষা করতে হবে এবং পিএসআইযোগ্য চালানসমুহের কায়িক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপণ এসআরও নং ২৫৫-আইন/২০০২/১৯৭৩/শুল্ক, তারিখ-১৯/০৯/২০০২ এর বিধান অনুসরণ করতে হবে;

(চ) বেসরকারী আইসিডি-র গেটে বন্দর গেটের অনুরূপ ASYCUDA Connectivity ও শুল্ক কর্মকর্তার অফিস থাকতে হবে। ASYCUDA System সহ এর যাবতীয় হার্ডওয়্যার কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হবে ও নিয়ন্ত্রনে থাকবে। তবে এ সংক্রান্ত যাবতীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন ব্যয় বেসরকারী আইসিডি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে;

(ছ) লাইটিং-এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসহ নিরাপত্তা বেষ্টনীর উচ্চতা নূন্যতম ১২ ফিট হতে হবে ও বেষ্টনীর উপর কাঁটাতারের বেড়া স্থায়ীভাবে সংযুক্ত হতে হবে। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ নং ৩(১)শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/৯৬ তারিখ ঃ ০৩/০৩/৯৮ এর সংশ্লিষ্ট শর্তাদি প্রতিপালনযোগ্য হবে;

(জ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঝ) বিনিয়োগ বোর্ড হতে নিবন্ধন নিতে হবে;

(ঞ) বেসরকারী আই.সি.ডি.-কে আমদানি পণ্যবাহী কন্টেইনার এ ব্যবস্থায় ডেলিভারি গ্রহণ করতে হলে এ পত্র জারীর তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে কন্টেইনার স্ক্যানার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও পদ্ধতি এবং অনুমোদিত মান অনুসরণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ ব্যবস্থা স্থাপনে ব্যর্থ বেসরকারী আই.সি.ডি.-র কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করতে হবে;

(ট) কন্টেইনার চলাচলের ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস্ রাজস্ব ও নিরাপত্তা জনিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে তা যথাযথ ভাবে সুরক্ষা করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি করবেন;

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ ক্রমে

০১.০৭.০৬

(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড)

প্রাপকঃ
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম।

নথি নং ঃ ৩(১)শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/৯৬/২১৮(১)

তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যক্রমের জন্য

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।